পরবাসী

পূর্বাশা মণ্ডল

এখন বেলা বারোটা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিধান স্কুল থেকে এসে যাবে। মলিনা এই অবসরে টিভি দেখছিল। প্রায় সব নিউজ চ্যানেলে ওই একটা খবরই দেখাচ্ছে। এক গৃহ পরিচারিকার করোনা হওয়ায় গৃহকর্তা তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে!

টি.ভি. বন্ধ করে মলিনা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। ভাবল, কি দিনকাল এল! এই করোনা নামের নচ্ছার পোকাটা (ভাইরাস) নাকি চিন দেশ থেকে ধীরে ধীরে এখানেও ছড়িয়ে পড়ছে! এবার যে কি হবে!

মলিনাদের ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে একটা নতুন ফ্ল্যাট উঠছে। গ্রাম থেকে আসা বেশ কিছু শ্রমিক ওটা বানাচ্ছে। ওরা ওখানেই থাকে। মলিনা শুনল নির্মীয়মান ফ্ল্যাটের দোতলা থেকে এক শ্রমিক একতলার একজনকে জিজ্ঞাসা করছে—হ্যাঁ রে করিম, তুই কি এখানে আরও থাকবি? করিম উঁচু স্বরে বলল—না গো চাচা। আমি কালকেই গেরামে চলে যাবো। এখনও বাস-টাস চলছে। পরে নাকি তাও বন্ধ হয়ে যাবে। ভাবছি গেরামে সক্কলে একসঙ্গে থাকব, রোগের সঙ্গে লড়ব। তারপর আল্লাতালা যা করেন...

কথাগুলো শুনে একটু আগে দেখা টিভির খবরটা মলিনার চোখের ওপর ভেসে উঠল। ভাবল, আচ্ছা আমি নিজেও তো গত সাত বছর ধরে এখানে কাজ করছি। শুভ্রা বৌদি আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার হাতে সংসার, এমন কি বিধানের ভার দিয়ে কি নিশ্চিন্তে চাকরি করে। কিন্তু রোগে পড়লেও কি ওরা আমাকে যত্ন করবে, নাকি তাড়িয়ে দেবে!

সারাদিন তার মাথার মধ্যে কথাগুলো ঘুরতে থাকল। রাতের বেলা খাবার পরিবেশন করার সময় সে বলল—দাদা, আমি ঠিক করেছি গ্রামের বাড়িতে চলে যাব। এই করোনার সময় বাড়ির লোকেদের সঙ্গে থাকব!

শুভ্রারা মলিনাকে অনেক বোঝাল কিন্তু সে নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। অবশেষে দিন দুই পরে মলিনা সত্যিই তার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হল। মাইনে মেটানো থাকলেও শুভ্রা তাকে আরও দু'মাসের মাইনে দিল। মলিনা নিতে অস্বীকার করলে সে বলল—সামনে খুব কঠিন দিন আসছে মলিনা। টাকাটা রাখো। আর আবেগের বশে উল্টো-পাল্টা খরচা করবে না।

অনেক কষ্ট করে দিনের শেষে মলিনা নদীঘেঁষা সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছল। ওকে দেখে মা আঁতকে উঠে বলল—কিরে, হঠাৎ না জানিয়ে চলে এলি! মলিনা হাসিমুখে বলল—নিজের বাড়িতে আসব তাতে জানানোর কী আছে?

করোনা অসুখের সময় সবাই নিজের ঘরে ফিরে আসছে। ভাবলাম আমিও যাই। যত বিপদ হোক একসাথে লড়ব। মা শুকনো মুখে বলল—তা বেশ করেছিস। মলিনা বলল— ঘরটা সারিয়েছো দেখছি। খুব ভালো। দেবুর তাহলে রোজগার বেড়েছে বল!

ওর গলায় আওয়াজ পেয়ে ভাই দেবু, ভাইবউ সন্ধ্যা আর চার বছরের ভাইপো কালু বেরিয়ে এলো। সবাই নিষ্পলকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মলিনা অস্বস্তি কাটাতে বলল—ও বউ, আমার কালুর জন্য যে সন্দেশ এনেছি গো! ওকে খেতে দাও!

কিছুদিন যেতে না যেতে মলিনা বুঝল শুভ্রা বৌদির কথাটা ঠিক। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে জটিল হচ্ছে। করোনার প্রকোপ থেকে বাঁচতে এবার লকডাউন ঘোষণা করা হল। যানবাহন চলাচল বন্ধ হল। ক্রমে মানুষের ঘর থেকে বেরনোর ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি হল। ফলে দেবুর সামান্য কাজটাও চলে গেল। পেটের ভাত জোগাতে ধীরে ধীরে জমানো টাকা ফুরিয়ে এল। মলিনা ভাবল এবার তার জমানো টাকা থেকে কিছু বের করে দেবে। এমন সময় খবর এল সরকার ও বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা তাদের মতো গরিবদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে।

আজকাল বিভিন্ন সেবাসঙ্ঘ থেকে চাল, ডাল, আলু, সয়াবিন, তেল, সাবান প্রভৃতি ত্রাণ হিসাবে দিচ্ছে। দেবু আগে থেকে টোকেন জোগাড় করে আনে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে মুখে মাস্ক পরে মলিনা বা দেবুকে ত্রাণ আনতে যেতে হয়। রেশন থেকেও কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী মেলে। মলিনা এতগুলো বছর শহুরে পরিবেশে আরামে কাজ করেছে। এখন এই গ্রীষ্মের রোদে সারা দুপুর লাইনে দাঁড়িয়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে তার খুব কষ্ট হয়। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে সে সব সহ্য করে।

করোনার অভিশাপের মধ্যেই গোর্দের ওপর বিষফোঁড়ার মতো খবর আসে আমফানের। এ এক ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় যা সাগর, সুন্দরবন আর মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে বয়ে যাবে। ঝড়ের প্রবল গতিবেগের জন্য নাকি বহু ক্ষতি হবে! খবরটা শুনে মলিনাসহ গোটা পরিবারের মুখ শুকিয়ে গেল।

ঝড়ের দিন সকাল থেকে পাড়ার যত লোকের মাটির বাড়ি ছিল সকলে পঞ্চায়েতের নির্দেশে পাড়ার পাকা স্কুল বাড়িতে আশ্রয় নিল। একটু বেলা হতেই ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হল। গোঁ গোঁ শব্দে ধেয়ে আসা ঝড়ের দাপটে বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ল। দুর্বল কাঁচা বাড়িগুলো মুখ থুবড়ে পড়ল। সমস্ত গ্রাম একদিনেই যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। একটা গোটা দিন-রাত দুঃস্বপ্নের মতো কাটিয়ে পরদিন ওরা নিজেদের ঘরে ফিরল। দেখল প্রতিবেশীদের বড় গাছ উপড়ে বৈদ্যুতিক তারসুদ্ধু তাদের ঘরের সামনে পড়েছে। লতাপাতা আবর্জনায় সমস্ত রাস্তাটা ঢেকে গেছে।

ছোট্ট পুকুরটা আগাছা, ঝরাপাতায় ভরে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি ওগুলো পরিষ্কার না করলে মাছগুলো মরে যাবে। ওদিকে রান্নাঘরের খুঁটি ভেঙে ঘরটা একেবারে শুয়ে পড়েছে। ঘরের অনেক টালি ভেঙে গেছে। ভাঙা ঘরের মেঝেতে দিনের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে। সব দেখে মলিনার মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কালুকে মায়ের কাছে রেখে ওরা ভিটে পরিষ্কার করতে শুরু করল।

এরপর শুরু হল আর এক কঠিন অধ্যায়। আগে ছিল পেটের চিন্তা। এবার তার সঙ্গে যোগ হল ভাঙা ঘর সারানোর দুশ্চিন্তা। ইদানিং আবার দূর দূর গ্রাম থেকে করোনা রোগীর খবর আসছে। এখন ওরা সকলেই চিন্তিত। কারোর মুখে হাসি নেই। মুখে মিষ্টি কথা নেই।

এরপর আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে গ্রামে বিভিন্ন বন্যাত্রাণ সমিতি আসতে লাগল। তারা নৌকা বা লঞ্চ নিয়ে ঘাটের কাছে আসামাত্র গ্রামের পুরুষ, মহিলারা একহাঁটু জল ভেঙে এগিয়ে যায় চাল, ডাল, ত্রিপলের আশায়। বিডিও অফিসে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে ঘর সারানোর টাকার জন্য। নোংরা শাড়ি পরা দুর্বল মলিনাও সেই দলে থাকে।

একদিন ত্রাণ সংগ্রহ করে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত মলিনা দুপুর শেষে ঘরে ফিরল। মুখের মাস্কটা খুলে চাল ডালের পোঁটলাটা উঠোনে রেখে সে রান্নাঘরের দিকে এগোল জলের আশায়। সেখানে তখন মলিনার মা ছেলে-বউমার সঙ্গে পা ছড়িয়ে বসে ভাত খেতে খেতে গল্প করছিল। মলিনা যে সেই সকাল থেকে তাদের জন্যই ত্রাণ আনতে বেরিয়েছে সেটা যেন তারা ভুলেই গেছে। মলিনা দূর থেকে শুনতে পেল, মা বলছে—একে নিজেরা খেতে পাচ্ছি না। ঘরবাড়ি ভেঙে একশা। তার ওপর মেয়েটা ঘাড়ে এসে পড়ল। দেবু মা'কে সমর্থন করে বলল—যা বলেছ মা! দিদি বেশ শহরে হাত-পা ছড়িয়ে সুখে ছিল। রোজগারও মন্দ করত না! বাড়ি ফেরার ভূত যে কেন মাথায় চাপল! এখন তো সে আমারই দায়! আমি একা কতদিকে সামলাই বলতো! সন্ধ্যা তেতো গলায় বলল—দিদি তো এসে ইস্তক একটা টাকাও সংসারের জন্য দিল না। ওই রিলিফের চাল, ডাল ছাড়াও সংসারের জন্য খরচা তো আছে নাকি!

জলতেষ্টা ভুলে মলিনা স্তব্ধ হয়ে সব শুনছিল। বাবার হঠাৎ মৃত্যুর পর বর, শ্বশুর ঘরের স্বপ্ন ভুলে মলিনা শহরে গেছিল পরিচারিকার কাজ করতে। সে তো শুধু ওদেরকে বাঁচাবে বলে! ওরা সেটা ভুলে গেল! এখন মলিনা ওদের বোঝা!

মলিনার মনে পড়ল দু'মাস আগে দেবু শুভ্রা বৌদির কাছ থেকে মলিনার পাঁচ মাসের জমানো মাইনে একেবারে নিয়ে এসেছিল। বলেছিল কালুর অসুখের জন্য টাকাটা চাই। কিন্তু ঘরে ফিরে মলিনা কালুর কাছ থেকে জেনেছিল ইতিমধ্যে তার কোনো অসুখ করেনি। পিসির টাকায় তার বাবা ঘর সারিয়েছে। তখনও মলিনা রাগ

করেনি। মনে মনে ভেবেছে ভাই মিথ্যা বলে টাকা নিয়েছে তো কী হয়েছে। ভালো কাজই তো করেছে। ওরা একসঙ্গে কেমন সুন্দর মজবুত ঘরে বাস করছে! অথচ ওদের মনে আসলে এসব কথাই চলছিল! নিজের দিদিকে রিলিফের ভাত দিতেও দেবুর আপত্তি!

মলিনার মনে পড়ল বৌদি তাকে আসার সময় টাকা দিয়েছিল। সাবধানে খরচা করতেও বলেছিল। ঠিকই করেছিল। ঘরে ঢুকে সে নিজের বাক্স থেকে এক হাজার টাকা বের করল। তারপর সোজা রান্নাঘরে গিয়ে দেবুর দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল—ভাই, এই দু'মাসে আমার এখানে থাকা বাবদ এই টাকাটা দিলাম। রাখ্। সবাই চমকে তার দিকে তাকাল। দেবু ফ্যালফ্যাল করে দিদির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বাম হাতে টাকাটা নিয়েই নিল। মা কি বলবে বুঝতে না পেরে বলল—আয় বোস, তোর ভাতটা বেড়ে দিই! মলিনা গম্ভীর হয়ে বলল—একটু পরে, আমি এখন বেরোব।

মুখে মাস্ক পরে মলিনা এবার ফোন বুথের উদ্দেশে রওনা দিল। ইদানিং তাদের ফোন ও বৈদ্যুতিক পরিষেবা আবার সচল হয়েছে। বুথে গিয়ে সে শুভ্রা বৌদিকে ফোন করল। শুভ্রা ফোন ধরতেই হাউমাউ করে কেঁদে সে বলে উঠল—বউদি গো, না বুঝে এখানে এসে আমি বড় ভুল করেছি গো। এটা আমার ঘর না। এরা কেউ আমার আপনার নয়। এতগুলো বছরে তোমার বাড়িটাই আমার বাড়ি হয়ে গেছে! আমি বোকা, তাই আগে বুঝতে পারিনি! তোমাদের ছেড়ে চলে আসা আমার ভুল হয়ে গেছে গো!

শুভ্রা কিছুক্ষণ চুপ করে সব শুনল। তারপর মৃদুস্বরে বলল—তুমি এখন কী চাও মলিনা? মলিনা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—আমি তোমাদের কাছে যেতে চাই। আবার আগের মতো বিধান দাদাবাবুর সঙ্গে খেলে, গল্প করে থাকতে চাই। কিন্তু কী করে তা হবে বৌদি?

শুভ্রা বলল—তুমি অতি সরল ও বিশ্বস্ত একটা মানুষ। নিজের ইচ্ছেতে চলে গেছিলে। এখন আবার নিজেই আসতে চাইছ। আমরা তোমাকেই রাখব। তবে এক্ষুনি তো সম্ভব নয়। লকডাউন ওঠার পরে যানবাহন স্বাভাবিক হলে চলে এসো। প্রয়োজনে এখানে তুমি নিজের ঘরে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকবে। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে? কান্নাকাটি থামিয়ে এবার শান্ত হও। আর আসার জন্য মন প্রস্তুত করো। বিধান তোমার অপেক্ষায় থাকবে।

কথাগুলো শুনে মলিনার মুখে হাসি ফোটে। চোখ মুছে শান্ত হয়ে সে বাড়ি ফেরে। অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে বাড়িতে তার নিজের মা, ভাই ও ভাইবৌ বসেছিল। মলিনা তাদেরকে বলল—ঠিকঠাক গাড়ি চালু হলেই আমি চলে যাবো। তোমাদের ঝামেলা বাড়াব না। আর যতদিন থাকব সেই হিসাবে তোমাদের কিছু কিছু

করে টাকা দিয়ে যাব। কারোর গলগ্রহ হবো না। চিন্তা কোর না। কথাগুলো বলে মলিনা না খেয়েই শোবার ঘরে চলে গেল।